

প্রকাশক

শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ গান্ধী দ্বারা মুদ্রিত

# সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অখণ্ড সাহবকা নাম ...	৩২
অগম পুরীকো ধ্যান ...	৩৬
অব তোহি জান ন দৌ পিউ প্যারে	৮১
অব হম অনন্দকো ঘর পায়ে ...	৩০
অবিনাসী ঢুলহা কব মিলিহো	৮৩
অস্তি কহৌ তো কোন্দি ন পতীজে	২
আঁখি ন সূঁঝে বারবা ...	২
আজ সুহাগকী রাত পিয়ারী ...	৬৬
আদি অংত নহি হোতে বিরহলী	৫৩
আঁধর কর রাখে সবহিনকো ...	৩০
আপা তজৈ হরি ভজৈ ...	১২
এক নিরন্তর অংতর নাই ...	৫২
কথা কৌন্টন মংগল মহোছব ...	১৭
কব পিয়া মিলিহো সনেহী আয়	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবীরা সকলী বোলে বানী ...	৫১
কহহু হো অমর কাসে লাগা ...	৫০
কর্ম ন রাকে ধর্ম ন রাকে ...	৪৯
কহিঁ কবীর পারস পরসৈ ক্যা	৩
কিতনো মনারো পারি পরি ...	১
খেলেঁ সাধ সদা হোরী ...	১৬
খেলো নিত মংগল হোরী ...	১৯
গগন মংদিল বিচ ফুল এক ফুলা	৪৪
গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা ...	৫
গুরু বিচারি ক্যা করে ...	৪
ঘাট ভুলানা বাট বিন ...	১৪
চরণামৃত পরসাদ চরণ রজ ...	১৬
চলী মৈ খোজমেঁ পিয়কী ...	৭৪
চাচর খেলো হো সমঝ ...	২৪
চাতক কহাঁ পুকারৈ দুরী ...	৪৮
চাঁচী জহাঁ ন চটী সকে ...	৭
জংত্রী জংত্র অনূপম বাঁজ ...	৪৭
জিন য়হ চিত্র বনাইয়া ...	৬

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଜିବି ବନା ଜିବି ବାଞ୍ଛେ ନହଁ ...	୧୫
ଜୋଗିଆକେ ନଗର ବସୋ ମତ କୋଞ୍ଚି	୫୫
ବୁଲହି ଜୌର ଜହାନ ଜହଁ ଲଗ ...	୫୭
ତୁମ ସଟ ବସନ୍ତ ଖେଳୋ ଶୁଦ୍ଧାନ ...	୨୭
ତୋ ଲୋଁ ତାରା ଜଗ ମଗେ ...	୧୫
ନରମାଂଦା ଠାଡ଼ୋ ତୁମ ନରବାର ...	୭୮
ନରମ ତୁମ୍ଭାରେ ହର୍ଲଭ ...	୭୬
ନରା କର ଜବ ଯୁକ୍ତି ଦୀନ୍ହୋ ...	୫୦
ନେଥି ମାୟାକୋ ରୂପ ...	୫୨
ନିଳକା ମହରମ କୋଞ୍ଚି ନ ମିଳିଆ	୫
ନେମ ପାଟିକା ଚୋଲନା ...	୮
ନିତ ଲାଗି ତୁବ ନେନକୌ ...	୬୫
ନୁରବ ପଞ୍ଚିମ ନେଥ ନକ୍ଷିନ ...	୭୯
ବନ୍ତ ଅଂଟେ ଖୋଜେ ଅଂଟେ ...	୭
ବହକ ମଂଡା ତିନ ଲୋକମେଁ ...	୭
ବହତ ଦିନନମେଁ ନିତମ ଆସେ ...	୬୮
ବହବିଧି ଚିତ୍ର ବନାୟକେ ...	୫୫
ବାଜୀଗରକା ବାଦରା ...	୧୧

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদকী পুত্রী স্মৃতি আদি ...	৬
বেহা দীনহী খেতকো ...	১১
বোলন হৈ বহু ভাঁতিকা ...	১০
মন মিলি পিতমরা খেল হোরী ...	২২
মসি বিলু দ্বাইত কলম বিলু কাগদ ...	৪৩
মানুস তন পায়ে বড়ে ভাগ ...	১৭
মায়া তজে ক্যা ভয়া ...	১২
মূল গহেতে কাম হৈ ...	১০
রাগকী চোট লগী হৈ তনমে ...	৭৩
শব্দ হমারা আদিকা ...	৫৭
শব্দ বিনা ক্রতি আধরা ...	৫৮
শব্দে মারা গির পরা ...	৫৮
সংশয় সব জগ খণ্ডিয়া ...	৯
সমঝি বুঝি দৃঢ় হো রহে ...	১৩
সবকী উৎপতি ধরতি ...	২
সবতে সাঁচা ভলা ...	৯
সাহিব হৈ রংগরেজ ...	৬০
সুতল রহলুঁ মৈ নীদি ভরি হো ...	৭০

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ସୁଧା ଜଳ ପିଇେ ନହୀ ...	୭
ସୁନହ ଅହୋ ମେରୀ ରାଧ ପରୋସିନ	୧୯
ସୁତ ସରୋବର ନହାୟକେ ...	୩୩
ସୋଇ କହତେ ସୋଇ ହୋଉଗେ ...	୫
ହଂସା ତୁତୋ ସବଳ ଥା ...	୮
ହଂସା ପ୍ୟାରେ ...	୪୩
ହୀରାକୀ ଓବରୀ ନହୀ ...	୧୩
ହୁଆ ଜବ ଇକ୍ ମସ୍ତାନା ...	୮୫
ହୁ ବାରୀ ମୁଖ ଫେର ପିୟାରେ ...	୬୯





# কবীর

## কবীর পরাধ

১

কিতনো মনারো পাঁর পরি  
কিতনো মনারো রোয় ।  
হিংদু পূজৈ দেবতা  
তুর্ক ন কাহু হোয় ॥

পায়ে ধয়িয়া বা বুঝাইলাম কত, কাঁদিয়া  
বা বুঝাইলাম কত, হিন্দু দেবতাকেই করিয়া  
চলিল পূজা, এবং মুসলমানও কাহারও  
আপন হইল না ।



সবকী উৎপত্তি ধরতি  
সব জীবন প্রতিপাল ।  
ধরতী ন জানৈ আপ গুণ  
ঐসা গুরু বিচার ॥

সকলের উৎপত্তি ধরিত্রী, সকল জীবেরই  
সে প্রতিপালক । ধরিত্রী জানে না আপনার  
গুণ, এমনই গুরুর বিচার ।

অস্তি কহৌ তো কোঙ্গি ন পতীজৈ  
বিনা অস্তিকা সিদ্ধা ॥

“অস্তি” যদি বলি তো কেহই করেনা  
বিশ্বাস । “অস্তি” বিনাই সকলে সিদ্ধা  
কি না !

আখি ন সৃষ্টৈ বাররা  
ঘর জরৈ পূর বুতায় ॥

## কবীর পরখ

চক্ষে দেখেনা পাগলা, জলে ঘর আর  
নিবায় ধূলা !

৫

বস্তু অংঠৈ থোঠৈ অংঠৈ  
কোঁকর আঠৈ হাথ ॥

বস্তু একখানে, খুঁজিতেছে আর একখানে,  
কেমন করিয়া তাহা পাইবে হাতে ?

৬

কহিঁ কবীর পারস পরসৈ কা  
জস পাহন ভীতর লোহা ॥

কবীর কহেন, পারস পরস করিলে (আমার)  
কি ? ( আমি যে রহিলাম ) পামাণের ভিতরে  
লোহার মতন ।

৭

বহক মংড়া তিন লোকমেঁ  
বহক রহা সব ঠার ।  
রত্ন অড়াইনি রেতমেঁ  
কংকর চুনি চুনি জায়

কবীর

অচৈতন্য মাথা তিন লোকে, অচৈতন্য রয়ে  
সব ঠাই ।

সিকতার মধ্যে হারাইল রত্ন, ( হতভাগা )  
এখন চলিয়াছে কঁাকর বাছিয়া বাছিয়া ।

৮

গুরু বিচারা ক্যা করে  
শিষ্যহি মাই চুক ।  
ভারৈ ত্যো পরমোধিরে  
বাস বজ্রায়ে ফুক ॥

গুরু বেচারা করিবে কি, শিষ্যের মধ্যেই  
চুক ? যেমন যার ভাব তেমনি তার প্রবোধ ;  
বাশ অনুসারেই তো বাজে ফুক ।

৯

দিলকা মহরম কোঙ্গি ন মিলিয়া  
জো মিলিয়া সো গরজী ।

অন্তরের মরমের কথা বলে এমন কেহই  
মিলিল না, যত লোক মিলিল সবই গরজী।

১০

সোই কহতে সোই হোউগে  
নিকলি ন বাহর আউ।  
হৌ ছজুর ঠাটো কহৌ  
ধোখে ন জন্ম গরাউ ॥

তাহা কহিতে কহিতে তাহাই যাইবে  
হইয়া, বাহির হইয়া কেন তবে আইস না।

“তুমি প্রভু” ( দীন নহ ), আমি দাঁড়াইয়া  
কহিতেছি এই কথা। ধোথায় এই জন্ম  
দিয়ে না কাটাইয়া।

১১

গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা !  
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা ॥  
ঝুঁঠ গর্ব ভুলো মতি কোর্দে ।  
হিন্দু তুরুক ঝুঁঠ কুল হোর্দে ॥

## কবীর

যথা গুপ্ত তথা ব্যক্ত একই সকলের মুদ্রা,  
তবে কাহাকে বল ব্রাহ্মণ আর কাহাকে  
বল শূদ্র? মিথ্যা গর্বে কেহ ভুলিও না।  
ইহা হিন্দু ও ইহা মুসলমান এই যে দুই  
সম্প্রদায়, বুঠা সেই ধারণা।

১২

জিন যহ চিত্র বনাইয়া  
মাঁচা সূত্রধারি।  
কহহৌ কবীর তে জন ভলে  
চিত্রবন্ত লেহি বিচারি ॥

যিনি এই চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন তিনি  
সত্য সূত্রধার; কবীর কহেন, “সেই জন শ্রেষ্ঠ,  
যে সেই চিত্রকরকে লইয়াছে বিচার করিয়া।”

১৩

বেধকী পুত্রী স্মৃতি আঁঙ্গি।  
বংধরত বংধ ছোড়ি ন জাঙ্গি ॥

বেদের কণ্ঠা আসিলেন স্মৃতি, তিনি  
বাধিলেন এমন বাধন যে কিছুতেই যায়  
না ছাড়ান ।

১৪

সুধা জল পিঠে নহী,  
খোদি পিয়নকী হোস ॥

সুধা জল করে না পান, আপনি খুদিয়া  
পান করিবার বাসনা ।

১৫

চাঁটী জহাঁ ন চটী সঠৈ  
রাঙ্গি নহিঁ ঠহরায় ।  
আরাগরনকী গম নহীঁ  
তহঁ সকলৌ জগ জায় ॥

পিপীলিকা যেখানে চড়িতে পারে না,  
রাই যেখানে না দাঁড়ায়, যাওয়া আসার গম্য  
নহে যে স্থান, সেখানেই চলিয়াছে সমস্ত  
জগৎ ।

# কবীর উপদেশ

১

হংসা তুতো সবল থা

হলকী আপন চাল ।

রংগ কুরংগে রংগিয়া

তৈঁ কিয়া লগরার ॥

হংস ( সাধক ) তুইতো ছিল সবল, হালকা  
ছিল তোয় চাল ( গতি ) ; কুরঙ্গ রঙ্গে  
রঙ্গিয়া তুই বানাইয়াছিস্ আপন বদন ।

২

প্রেম পাটকা চোণনা

পহির কবীর নাচ ।

পানিপ দীন্‌হো তাম্বকো

জো তন মন বোলৈ সাঁচ ॥

## কবীর উপদেশ

প্রেম পাটের বসন পরিয়া হে কবীর,  
তুমি নাচ। যে তরুতে মনে বলে সত্য, সেই  
পায় এই বসন।

৩

সবতে সাঁচা ভাল  
জো সাঁচা দিল হোয়।  
সাঁচ বিনা সুখ নাহিনা  
কোটি করৈ জো কোয় ॥

সর্বাপেক্ষা ভাল সত্য, যদি হৃদয়ে থাকে  
সত্য। সত্য বিনা সুখ নাহি, কোটি উপায়  
কেন কেহ না করুক।

৪

সংশয় সব জগৎ খণ্ডিয়া  
সংশয় খণ্ডৈ ন কোয়।  
সংশয় খণ্ডৈ মো জনা  
জো শব্দ বিবেকী হোয় ॥



## কবীর

সংশয় সকল জগৎকে করিতেছে খণ্ডিত,  
সংশয়কে কেহ করেনা খণ্ডন। সেই জনই  
সংশয়কে করে খণ্ডিত, যে “শব্দকে” লইয়াছে  
চিনিয়া।

৫

বোলন হৈ বহু ভাঁতিকা  
তেরে নৈন কছু না স্মৃক।  
কহিঁ কবীর বিচারিকে  
তু ঘট ঘট বানী বৃক ॥

বাণী আছে বহু প্রকারের, তোর নয়নে  
নাই কিছু মাত্র দৃষ্টি ; কবীর কহেন, তুই  
বিচার করিয়া ঘটে ঘটে বুঝিয়া নে বাণী।

৬

মূল গহেতে কাম হৈ  
তৈ মত ভর্ম ভুলার।  
মন সাগর মনসাঁ লহরী  
বহে কতহঁ মত জার।

## কবীর উপদেশ

মূল গ্রহণেতেই কাজ ; তুই যেন ভ্রমে  
ভুলিয়া না মরিস্ । মন সাগর, কল্লনা লহরী,  
বহিয়া কোথাও যেন না ঘাস্ ।

৭

বাজীগরকা বাঁদরা

ঐসা জীর মনকে সাথ ।

নানা নাচন নচায়কে

রাঠৈ অপনে হাথ ॥

মনের কাছে জীব যেন বাজীকরের বাঁদর ।  
নানা নাচায় নাচাইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয়  
আপনার হাতেই ।

৮

বেড়া দীন্হী খেতকো

বেড়া খেতহী খায় ।

তীন লোক সংখয় পড়ী

মৈ কাহি কহৌ সমুঝায় ॥

বেড়া দেওয়া গেল খেতে, বেড়া খাইল

কবীর

খেতকেই । তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রহিল  
পড়িয়া ; আমি বুঝাইয়া বলিব কাহাকে ?

৯

আপা তজৈ হরি ভজৈ  
নথ সিথ তজৈ বিকার ।  
সব জীবসে নিবৈর রহে  
সাধ মতা হৈ সার ॥

যে অহংকার তাগ করে, হরিকে  
ভজনা করে, নথ হইতে শিখা পর্য্যন্ত  
বিকার তাগ করে, সর্ব জীবে নিবৈর থাকে,  
--সেই সাধুর মতই সার ।

১০

মায়া তজৈ ক্যা ভয়া  
জো মান তজা নহি জার ।  
জেহি মান মুনিবর ঠগে  
সো মান সতনকো থায় ॥

## কবীর উপদেশ

মায়া তাজিলে তো কি হইল, যদি  
মান তাজা না গেল ? যেই মানে মুনিবর  
যান ঠকিয়া, সেই মানই তো সকলকে খায় ।

১১

সমঝি বুঝি দৃঢ় হোঁ রহে  
বল তজি নির্বল হোয় ।  
কট্টেঁ কবীর সো সন্তকো  
পলা ন পকট্টেঁ কোয় ॥

সমুঝিয়া বুঝিয়া যে হইয়া থাকে দৃঢ় ;  
বল তাজিয়া যে হয় নির্বল ; কবীর কহেন,  
সেই সাধকের পাল্লা ধরিতে পারে না  
কেহই ।

১২

হীরাকৌ ওবরী নহী  
মলয়াগির নহি পাত ।  
সিংহোকে লেহংডা নহী  
সাধু ন চলেঁ জমাত ॥

## কবীর

বহু হীরা এক স্থানে জন্মে না ; মলয়া  
গিরির পংক্তি হয়না, সিংহের ও পাল নাই,  
সাধু দল বাঁধিয়া চলেন না ।

১৩

ঘাট-ভুলানা বাট বিন্  
ভেথ ভুলানা কান ।  
জাকী মাড়ী জগতমেঁ  
সো ন পড়া পহিচান ॥

ঘাট ব্যর্থ হইল বাট বিনা । ভেথ ব্যর্থ  
হইল সীমা । যাহার রসে জগৎ মিস্ত্র,  
তাঁহাকে গেলনা চেনা ।

১৪

জির বিনা জির বাঁচে নহী  
জির কো জীর আধার ।  
জীর দয়া কর পালিয়ে ।  
পংডিত করহ বিচার ॥

## কবীর উপদেশ

জীব বিনা জীবে বাঁচে না, জীবই জীবের  
আশ্রয়। জীবকে দয়া করিয়া কর পালন,  
হে পণ্ডিত, এই কথা দেখে বিচার করিয়া।

১৫

তো লৌ তারা জগ মগে  
জৌ লৌ উগে ন হুব।  
তো লৌ জির কর্ম বশ ডোলৈ  
জৌ লৌ জ্ঞান ন পূর॥

সে পর্য্যন্ত তারা জগ মগ করে, যে পর্য্যন্ত  
না সূর্য্যের না হয় উদয়।

সেই পর্য্যন্ত জীব কর্ম বশে আন্দোলিত  
হয়, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান হয় পূর্ণ।

# কবীর সাধনা

১

খেলো নিত মংগল হোরী

নিত বসন্ত নিত মংগল হোরী ।

ভক্তি ভার ছিড়কো সাহিব পৈ

সুফল জন্ম নরনারী ॥

নিত্য নিত্য খেল মঙ্গলের হোরী, নিত্যই  
বসন্ত, নিত্য মঙ্গলের কর বসন্তোৎসব ।  
ভক্তি ভাব স্বামীর গাত্রে কর বর্ষণ—হে  
নরনারী, এই সংসারে জন্ম সফল করিয়া  
লও ।

২

চরণামৃত পরসাদ চরণ রজ

অপনে সীস চড়ায় ।

লোক লাজ কুল কান ছাড়িকে

অভয় নিসান উড়ায় ॥

## কবীর সাধনা

কথা কীর্তন মংগল মহোছব

কর সাধনকী ভীর ।

কভী ন কাজ বিগরি হৈ তেরো

সত সত কহত কবীর ॥

ঠাঁহার চরণামৃত, ঠাঁহার প্রসাদ ঠাঁহার  
পদধূলি লও মাথায় পাতিয়া, লোকলজ্জা  
কুলের সীমা ত্যাগ করিয়া অভয় নিশান  
দাও উড়াইয়া ।

কথা, কীর্তন, মঙ্গল, মহোৎসব এবং  
সাধনার উপর সাধনা তোল জমাইয়া ।

কবীর কহিতেছেন “আমি সত্য সত্য  
বলিতেছি, তোমার লক্ষ্য কখনও হইবেনা  
ব্যর্থ ।”

৩

মানুষ তন পায়ে বড়ে ভাগ ।

অব বিচারকে খেলো ফাগ ॥

বিন জিহ্বা গাঠৈ গুণ রসাল ।

বিন চরণ নাটৈ অহদ চাল ॥



## কবীৰ

বিন কৰ বাজা বঞ্চে বৈন ।  
নিৰথ দেখে জই বিনা নৈন ॥  
বিনহী মাৰে মৃতক হোয় ।  
বিন জাৰে হোয় থাক সোয় ॥  
বিন মাংগে বিন জাঁচে দেয় ।  
সো সালিম বাজী জীত লেয় ॥  
বিন দীপক বৰৈ অথও জোত ।  
পাপ পুন্ন নহিঁ লাগে ছোত ॥  
চক্ৰ সূৰ নহিঁ আদি অংত ।  
তই কবীৰ খেলেঁ বসন্ত ॥

বড় ভাগ্যে এই মনুষ্য তনু কৰিয়াছ লাভ,  
এখন সচেতন হইয়া কৰ বসন্তের উৎসব  
জিহ্বা বিনা কি রসাল গুণ গানই হইতেছে !  
চরণ বিনা চলিয়াছে অসীম নৃত্য ! বিনা  
যন্ত্ৰে, বিনা হস্তে, কি বীণা বাজিতেছে !  
( যেখানে ইচ্ছা ) সেখানে বিনা নয়নে এই  
লীলা কৰ প্রত্যক্ষ ।

## কবীর সাধনা

মৃত্যু বিনাই সকলে মরণ লাভ  
করিয়াছে, দাহ বিনাই সকলে ভস্ম  
হইয়া আছে। না চাহিতেই, না যাচিতেই  
যে দিতে পারে, পরিপূর্ণ বাজী তো সেই  
জ্বিতিয়া লয়, দীপ বিনা অথগু জ্যোতি  
উদ্ভাসিত। পাপ পুণ্যের (সেখানে) স্পর্শ  
লাগেনা।

কবীর কহেন “(সেখানে) না আছে চন্দ্র,  
না আছে সূর্য্য, সেখানে আমি মাতিয়াছি  
বসন্তের উৎসবে।”

৪

খেলে সাধ সদা হোরী।  
তই হুন্দ উপাধি নহী থোরী  
তাল মূল সুর সদা বাট ধরি।  
পচ্ছিম দিসা পর বাজৈ হোরী ॥  
খোল কপাট সহজ যর পায়া  
সুন্দর রূপ সুরত গোরী।

## কবীর

নির্ভর সখী চতুর সব গাঠেঁ  
বাজত তুরহী দৈ দৈ তারী ॥  
ছিড়কত চীর রংগ চিত চংচল  
প্রেম কেসর ভরি পিচুকারী ।  
সুর নর মুনি তাঁই হোত কুলাহল  
প্রীত গুলাল উড়ত ভারী ॥  
কোই নিরগুন কোই সরগুন রাচা  
আপ বিসারি চলে সবহী ।  
কহেই কবীর চেত নর প্রাণী  
জুকত অতীত মিলেঁয়া অবহী ॥

যেখানে সাধক নিত্য বসন্তোৎসবে নাতি-  
য়াছেন ; সেখানে নাই কোন দ্বন্দ্ব, নাই  
কোন উপাধি, নাই কোন দৈন্ত ।

সেখানে আদি তাল ও মূল রাগ চিরন্তন  
পথে যাত্রা করিয়া পশ্চিম দিগ্ভাগকে  
বসন্তোৎসবের সঙ্গীতে করিয়াছে পরিপূর্ণ ।

দ্বার খুলিয়া আমি সহজের ঘরকে হইয়াছি

প্রাপ্ত। কি সুন্দর সেই সহজ রূপ ! কিবা  
তঁাহার গৌর কাস্তি !

যত সব চতুর সখী নৃত্য করিতেছেন,  
গীত করিতেছেন, তালে তালে বংশী  
বাজিতেছে। ( প্রেম ) চঞ্চল চিত্ত পিচকারীর  
মধ্যে প্রেম রঙ্গ ভরিয়া বসনে ভূষণে রং  
দিতেছে ছিটাইয়া।

স্বর নর মুনির সেখানে কি আনন্দ  
কোলাহল ! প্রেমের রঙ্গ আকাশকে করিয়াছে  
আচ্ছন্ন !

কেহ তাঁহাকে নিগুণ বলিয়া মনে মনে  
করিয়াছে রচনা, কেহ তাঁহাকে সগুণ বলিয়া  
মনে মনে করিয়াছে রচনা, আসল আত্মাকে  
সকলেই গিয়াছে ভুলিয়া।

কবীর কহেন “হে নর, হে প্রাণবান,  
যিনি ( বিশ্বের সকলের মধ্যে ) যুক্ত, যিনি  
( বিশ্বের সকলের ) অতীত, তাঁহার সহিত  
এখন হইবে মিলিত।”

## কবীর

মন মিলি পিতমরা খেলো হোরী ॥

সংসর সকল জাত ছিন মাহী

আরাগরনকে ফংদা তোরী ॥

চিত চংচল অস্থির করি রাখো

সুরত নিরত করো এক ঠোরী ॥

বাজত তাল মৃদংগ ঝাঁফ ডফ

অনহদ ধুনকৈ ঘন ঘোরী ।

আরত রাগ সঠৈ অনুরাগী

সার সুর অন্তর মোরী ॥

অগর বাস মহকৈ চহঁওরী

সেত অবীর লৈ ভরি ঝোরী

অজর অমর ফগুরা নিতপারৈ

কট্টে কবীর গয়ে জমজোরী ॥

হে মন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া হোলী

লও খেলিয়া, জনম মরণের আবরণ ছিন্ন

করিয়া সকল সংশয় ক্ষণকালমধ্যে যাইবে

## কবীর সাধনা

বিলুপ্ত হইয়া। চঞ্চল চিত্তকে লও স্থির  
করিয়া। প্রেম নৈরাগ্যকে এক আধারে লও  
অচল করিয়া ॥

মৃদঙ্গে ঝঞ্জে ডঞ্জে ঘন ঘোর রবে  
বাজিতেছে অসীম সঙ্গীতের তাল। পরম  
অনুরাগ ভরে ষত রাগিণী সবাই আসিতেছে  
(আমার অন্তরে), ( বিশ্বের ) সার সুর আমার  
অন্তরে ।

চারিদিকে ভরিয়া উঠিতেছে অগুরুর গন্ধ ।  
ঝোলা ভরিয়া লইয়াছি গুলু আবির । অজর  
অনর বসন্তোৎসব নিত্য কাল পাইতেছি ।  
কবীর কহেন “গিয়াছে চলিয়া জন্মের জুলুম।”

৬

তুমি ঘট বসন্ত খেলো সুজান ।  
সত্ত শব্দেঁ ধরো ধ্যান ॥  
কহেঁ কবীর সুখ ভয়ো ভোগ ।  
এক প্রেম বিনা সকল রোগ ॥

## কবীর

তোমার অন্তরে সেই সৃজন করিতেছেন  
বসন্তের উৎসব । তাঁহার সত্য সঙ্গীতে  
ধানকে কর ধারণ । কবীর কহেন, “সুখ  
তো (যথেষ্ট) সম্ভোগ হইল ; এক প্রেম  
বিনা সবই হইয়া রহিল ব্যাধিরূপ ।”

### ৭

চাচর পেলো হো সমঝ  
মন চাচর খেলো ॥  
চাচর খেলো কংত মিলি  
চিত চরণ লগাই ।  
সত সংগত সত ভার করি  
সুখ মংগল গাই ॥  
জনম জনম ভরমত রহো  
জীর নেক ন বুঝের ।  
কামনাকে ভীড়মে  
নিজ খেল ন স্বেব ॥

## কবীর সাধনা

এক হংকার ঔর কামনা  
ইন সংগ মন বংধা ।  
মোতনমোত লে জাতু হৈ,  
চীন্হৈ নহিঁ অংধা ॥  
তীন লোক চাচর রচী,  
ভুলেঁ ভ্রম মায়্যা ।  
সেরককো সেরা করেঁ  
সাহিব বিসরায়া ॥  
য়হ ঔসর অব জাতু হৈ  
চেতো নর প্রাণী ।  
আদি প্রেম চিত দৃঢ় গহো  
ছু'টে জম থানী ॥  
পেলো সুরত সম্হারিকে  
প্রীত পতি উর রাখো ।  
প্রেম মগন রহো প্যারসেঁ  
অমৃত রস চাখো ॥  
নাদ প্রেম সম্হারিকে  
তার মৃদংগ সংগ মিলাবো ।



## কবীর

আদি স্বৰ বিচাৰকে  
নিজ ধুন উপজারো ॥  
নিস বাসর খেলো সদা  
জাতে লেঁী লাগৈ ।  
- পীরসেতী পরিচয় কৰো  
সকলৈ ভ্রম ভাগৈ ॥  
প্ৰীত সন্তোষকী অৰ্গজা  
সব অংগ লগারো ।  
সকল জগত ছায়কে  
অবীর গুলাল উড়ারো ॥  
নাটৈ নবেলী নারী  
সবৈ মিলিকে ইক ঠৌরা ।  
চাচর খেলো প্ৰীতসোঁ  
ছুটে সব ঔরা ॥  
পিচুকারী ভরু অগর বাস  
খেলো পিয় সংগা ।  
মহকৈ বাস সুবাস  
পেল লাগে অতি রংগা ॥

## কবীর সাধনা

থেলৈ সন্ত জ্ঞান

কোঙ্গি যা গতিকো জাঠৈ ।

অনজানে বাটৈ সঠৈ

কোঙ্গি নেক ন নাটৈ ॥

কহৈ কবীর বিচারকে

ছাঁড়ো সব আসা ।

এসী চাচর খেলঙ্গি

প্রভু বঠৈ দাসা ॥

সচেতন হইয়া বসন্তোৎসবে প্রবৃত্ত হও,  
হে মন, সচেতন হইয়া উৎসবে হও প্রবৃত্ত ।

কান্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া খেল হোরি ।  
উঁহার চরণে লগ্ন কর চিত্তকে । সত্যের  
কর সঙ্গ, সত্যকে কর ভাবনা, আনন্দ মঙ্গলের  
গীত কর গান ।

জনম জনম ঘুরিয়া মরিলে হে জীব,  
কল্যাণকে পারিলে না চিনিতে ! কামনার  
কোলাহলের মধ্যে নিজের প্রেম-খেলাকে  
চিনিয়াই লইতে পারিলে না !

## কবীর

এক অহঙ্কার ও তাহার উপর আবার  
কামনা, ইহাদের সঙ্গে মন একেবারে হইয়া  
গেল বদ্ধ ! তাই ত মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে  
তোমাকে লইয়া যাইতেছে টানিয়া, অন্ধ  
তোমার নয়ন, বুঝিবে কেমন করিয়া ?

তিন লোকে চলিয়াছে বসন্তের উৎসব,  
আর তুমি ভ্রমে নাগাতে রহিয়াছ ভুলিয়া !  
স্বামীকে বিশ্বৃত হইয়া সেবকের করিতেছ  
সেবা ! অবসর যাইতেছে বহিয়া, হে প্রাণ,  
সচেতন হও ; আদি প্রেমকে চিন্তে কর গ্রহণ ;  
মৃত্যুর গহ্বর হইতে রক্ষা পাইবে । প্রেমকে  
সামলাইয়া কর ( প্রেম ) খেলা, পতিকে  
রাখ হৃদয়ে, প্রিয়তমের সহিত প্রেমে হও  
মগ্ন । অমৃত রসের স্বাদ কর গ্রহণ ।

প্রেমের সঙ্গীতকে লও সঙ্গত করিয়া,  
মৃদঙ্গ তাল মিলাও তাহার সঙ্গে । আদি  
স্বরকে সচেতন ভাবে বুঝিয়া, আপন স্বর  
কর উৎপন্ন । দিবারাত্রি নিত্য কাল এই

## কবীর সাধনা

উৎসবে থাক মত্ত, যেন ( তাহাতেই তোমার )  
প্ৰেৰণা ও ধ্যান যায় লাগিয়া । প্ৰিয়তমের সঙ্গে  
পরিচয় কর—সকল ভ্ৰমই করিবে পলায়ন ।

প্ৰীতি সন্তোষের স্মৃতি লাগাও অঙ্গে,  
সকল জগৎ ছাইয়া উড়াও আবিৰ গুণাল ।

তরুণী স্নান করিতেছে নৃত্য, সকলে  
আসিয়া মিলিয়াছে এক ঠাই । আজ প্ৰিয়-  
তমের সঙ্গে ( বসন্ত ) খেলা । কি অপূৰ্ণ  
স্বাস ( মিলন মন্দিরকে ) করিতেছে স্মৃতিত,  
বিচিত্র রঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে ( বসন্ত ) খেলা ।

মাধু সজ্জন করিতেছেন এই খেলা,  
তাহারাই জানেন এই উৎসবের রহস্য ।  
অনজানা ( = স্বাদ পান নাই যাঁহারা ) যাঁহারা,  
তাহারা সবাই মরিতেছেন বকিয়া, ( কাজেই )  
কাহারই তাহা লাগে না ভাল ।

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, “ছাড়  
সব তৃষ্ণা, এমন হোরি খেল, যেন প্ৰভু হইয়া  
যান দাস, এবং দাস হইয়া যান প্ৰভু ।”

আধর কর রাখে সবহিনকো  
 নৈনন ডার অবীর ।  
 টান্হো রে নর প্রাণী বাকো  
 নিসদিন চেতত গভীর ॥

সকলের চক্ষুতে যিনি ( প্রেমের ) আবির্  
 দিয়া সকলকে করিয়া রাখিয়াছেন অন্ধ,  
 হে নর, তাঁহাকে লও চিনিয়া, নিশি দিন প্রাণী  
 গভীরভাবে করিতেছে বাঁহার ধ্যান ।

অর হম আনন্দকো ঘর পায়ে ।  
 জবসে দয়া ভঙ্গি সাহিবকী  
 অভয় নিসান উড়ায়ে ॥  
 তজি পরপংচ বেদ বিধি কিরিয়া  
 চরণ কঁবল চিত লায়ৈ ।  
 হদ ঘর ছোড় বেহদ ঘর আসন  
 গগন মংডল মঠ ছায়ৈ ॥

চন্দ্র ন সূর দিবস না রজনী

তহাঁ জাগ্র লৌ লাগে ।

কহঁই কবীর পিয়কী প্যারী

পিয়া পিয়া রটলাগে ॥

এখন আমি আনন্দের বরকে হইয়াছি  
প্রাপ্ত । যেদিন হইতে আমার প্রতি স্বামীর  
দয়া হইয়াছে, সে দিন হইতে আমি উড়াইয়াছি  
অভয় পতাকা ।

বেদ, বিধি, ক্রিয়া ও প্রপঞ্চ পরিত্যাগ  
করিয়া তাঁহার চরণকমলে চিত্ত করিয়াছি  
সমাহিত, সীমার বরকে ছাড়িয়া অসীমের  
বরে করিয়াছি আপন, গগন মণ্ডলে আমার  
মন্দির করিয়া দিয়াছি ব্যাপ্ত ।

চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী যেখানে নাই  
সেইখানে গিয়া আমার ধ্যানকে হইয়াছি  
প্রাপ্ত । কবীর কহেন, “( আমি ) প্রিয়তমের  
প্রেমসী, ‘হে প্রিয়তম, হে প্রিয়তম’ এই নাম-  
জপ আমি সেখান হইতেই আনিয়াছি ।”

অখণ্ড সাহিবকা নাম

ঐর সব খণ্ড হৈ ।

খণ্ডিত মের সূমের

খণ্ড ব্রহ্মখণ্ড হৈ ॥

জাকা মাদ্দ মো হেত

মোই নিরক্ষ হৈ ।

উন সাধনকে সংগ

সদা আনন্দ হৈ ॥

চাটল নন থির রাখ,

জবৈ ভল রংগ হৈ ।

ভেরে নিকট উলটি ভবি পার

মো অমৃত গংগ হৈ ॥

দয়া ভার চিত রাখ

ভক্তিকে অংগ হৈ ।

বইঁ কবীর চেত চেত

মো জগত পতংগ হৈ

## কবীর সাধনা

অথও কেবল সেই স্বামীর নাম, তাহা  
ছাড়া আর সবই খণ্ডিত। মেরু, সূমেরু,  
এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত খণ্ডিত।

স্বামীর জ্ঞান বাহার প্রেম, কেবল নাত্র সেই  
বন্ধনের অতীত। সেই সাধুদের সঙ্গেই কেবল  
নিত্য আনন্দ বিরাজমান।

চঞ্চল মন স্থির কর, তবেই দেখিবে কি  
অপূৰ্ণ রঙ্গ, তোনার সম্মুখে যে উপুড় হইয়া  
পরিপূর্ণ রহিয়াছেন প্রিয়তম, তাহাই তো অমৃত  
গঙ্গা।

চিত্ত মধ্যে দয়া প্রীতি কর ধারণ, কারণ  
ইহাই তো ভক্তির অঙ্গ। কবীর কহেন,  
“অন্তরে হও জাগ্রত, কারণ স্বামী বিশ্বপ্রকাশ  
(ভানু)”

১১

সুৰ্ত সৰোবর ন্হায়কে  
মংগল গাইয়ে ॥



## কবীর

চল হংসা সত লোক

বহুত স্মৃথ পাইয়ে

পরস পুরুষকে চরণ

বহুর নাহি আইয়ে

পুছপ অনুপম বাস

হংসা ঘর চলী জিয়ে ।

অমৃত কপড়ে ওড়ি

মুকুট সির দীজিয়ে ॥

বহু ঘর বহুত অনন্দ

হংসা স্মৃথ লীজিয়ে ।

বদন মনোহর গাত

নিরথকে জীজিয়ে ॥

ভূতি বিন মসি বিন অংক

সো পুস্তক বাঁচিয়ে ।

বিন কর তাল বজায়

চরণ বিন নাচিয়ে ॥

বিন দীপক উজিয়ার

অগম ঘর দেখিয়ে ।

## কবীর সাধনা

গুল গয়ে শব্দ কিবাড়  
পুরুষসেঁ। ভেটিয়ে ॥  
সাহব সম্মুখ হৈ  
ভক্তি চিত লাইয়ে ।  
অনাদি জো অবাধ অনন্ত  
দরস তাকো পাইয়ে ॥  
কহেঁ কবীর য়হ মংগল  
ভাগন পাইয়ে ।  
সাদেঁ সংগত লো লাগ,  
হংসা চল জাইয়ে ॥

প্রেম সরোবরে স্নান করিয়া মঙ্গল গান  
কর। হে সাধক, সত্য লোকে চল, প্রভূত  
আনন্দ পাইবে। সেই স্বামীর চরণ পরশ  
করিলে আর কিরিয়া আসিতে হইবে না।

পুষ্পের অনুপম মৌরভে পথ চিনিয়া, হে  
সাধক, সেই ঘরে যাও চলিয়া। অমৃতবসন  
পরিধান করিয়া শিরে লও মুকুট পরিয়া। সেই

কবীর

ঘৰে প্রভূত আনন্দ ; হে সাধক, তুমিও সেই  
আনন্দ গ্রহণ কর । সেই মনোহর বদন সেই  
মনোহর তনু দেখিয়া, থাক বাঁচিয়া ।

বিনা আলোকে বিনা আপারে বাহা লেখা,  
সেই পুস্তক কর পাঠ । বিনা হাতে ভাল  
বাজিতেছে, বিনা চরণে লও নাচিয়া । বিনা  
দীপে সব প্রকাশিত, অগমা ঘর লও দেখিয়া ;  
সঙ্গীতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, স্বামীর সঙ্গে  
কর সাক্ষাৎ ।

স্বামী তোমার সম্মুখে, অন্তরে আনিয়া লও  
ভক্তি । বিনি অনাদি, অবাধ, অনন্ত, তাঁহার  
দর্শন কর লাভ । কবীর কহেন, “বহু, বহু  
ভাগ্যে এই মঙ্গল কর লাভ ; স্বামিসঙ্গতে  
ধ্যানকে স্থাপন করিয়া, হে হংস হও  
অগ্রসর ।”

১২

অগম পূর্বকো ধ্যান

থবর সাহিব কবো ।

## কবীর সাধনা

লীজে তত্ত বিচার

স্বরত মনমেঁ ধরো ॥

স্বরত নিরত দোউ সংগ

অগমকো গম কিয়ো ।

সবর বিবেক বিচার

শমা চিতমেঁ দিয়ো ॥

পিয়াক স্বর লৌ লায়

অগোচর ঘর কিয়ো ।

শব্দ উঠে ঝনকার

অলখ তই লপি লিয়ো ॥

অলখ লখী লৌ লায়

ডারি আগে ধরো ।

অগমগার বহ দেস

কেল হংসা করো ॥

কামনা ডোরী লায়

পুকারেঁ জীবকো ।

হংসা চলে সঁ ভাল

মিলন নিজ পীরকো ॥

কবীর

মংগল কহেঁ কবীর

যোঁ সাহিব পাস হৈ ।

হংসা আয়ে লোক

অমর ঘর বাস হৈ ॥

অগম্য পুরীর কর ধ্যান, স্বামীকে কর  
অন্বেষণ । তত্ত্বকে বিচার করিয়া কর গ্রহণ,  
প্রেমকে কর মনের মধ্যে ধারণ ।

প্রেমও বৈরাগ্যে উভয়ের মিলন হওয়ায়  
অগম্যকে বরিয়াছি গম্য । চিন্তের মধ্যে  
প্রতীক্ষা, বিবেক, বিচার, শাস্তি করিয়াছি  
দান । প্রিয়তমের সুরে ধ্যানকে মগ্ন করিয়া  
অগোচরকে আমার করিয়াছি ঘর । সঙ্গীত  
যেখানে হইয়া উঠিতেছে বদ্ধত, অলক্ষ্যকে  
সেখানে লইয়াছি দেখিয়া ।

অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া মগ্ন হও ধ্যানে,  
এবং তাঁহার সম্মুখে ধর ডালি । প্রভায় প্রদীপ্ত  
সেই দেশ ; হে হংস, কর ( সেখানে ) কেলি ।

## কবীর সাধনা

কামনা বন্ধনরজ্জু লইয়া ডাকিতেছেন  
জীবকে, হংস তাই আপনাকে সামলাইয়া  
চলিয়াছে নিজ প্রিয়তমের মিলনে ।

কবীর গাহিতেছেন এই মঙ্গল, “এমন  
করিয়াই তো স্বামী ( সাধকের ) পাশে বিরাজ-  
মান । হংস আসিল ( তাহার ) লোকে, অমর  
ঘরে হইল তাহার বাস ।”

১৩

পূরব পশ্চিম দেখ দক্ষিণ  
উত্তর রহে ঠহরায়কে ।  
জহাঁ দেখো অগম্য গুরুকী  
তঁহী তত্ত সমায়কে ॥  
পকড় চরণ কর জোর  
নিছারর কীজিয়ে  
তন মন ধন ঔর প্রাণ  
শুরুকো দীজিয়ে ॥

পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর চাহিয়া দেখ,  
তিনিই রহিয়াছেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া । যেখানে

কবীর

দেখ সেখানেই সেই অগম্য গুরুর তত্ত্ব পরিপূর্ণ  
ভাবে সমাহিত । তাঁহার পায়ে ধরিয়া  
করজোড়ে তাঁহাকে দেও উপহার । তনু,  
মন ধন, প্রাণ সব সেই গুরুকে কর সমর্পণ ।

১৪

দয়া কর জব মুক্তি দীন্হো  
গছৌ তত্ত্ব বনায়কে ।  
পরম প্রীতম জান অপনে  
হৃদয় লিয়ো সনায়কে ॥  
জরা মরনকৌ ভয় নসায়ো  
জব সাহিব দয়া করী ।  
কর্ম ভর্মকৌ ছাঁড়ি জিগতে  
সকল বাধা পরিহরী ॥  
তুম গেরে পরম মনেহী  
হংসা ঘর চলৌ ।  
ছাঁড়ি বিষয় ভরসাগর  
হংসা হংসন নিলৌ ॥

স্মৃত নিরত বিচার

তত্ত্ব পদ সার হৈ ।

বৈঠো হংসা সত্ত্ব লোক

প্রেম আধার হৈ ॥

দয়া করিয়া যখন ( তিনি ) দিলেন মুক্তি,  
তখন সেই তব্ধে আরও গভীর ভাবে ডুবিলাম ।  
তঁাহাকে আপনার পরম প্রিয়তম জানিয়া  
হৃদয়ে লইলাম সমাহিত করিয়া ।

স্বামী যখন করিলেন দয়া, তখন জরা  
মরণের ভয় গেল পলাইয়া ।

কর্ম ও ভ্রমকে জীবন হইতে পরিত্যাগ  
করিয়া সকল বাধাকে করিয়াছি পরিহার ।

হে হংস, তুমি আমার পরম স্নেহের, চল  
ঘরে চল । বিষয় ভবসাগরকে অতিক্রম  
করিয়া, হে হংস সব হংসদের সহিত হও  
মিলিত ।

প্রেম ও বৈরাগ্য দিয়া বিচার করিয়া দেখ,



কবীর

তব্বপদই সার পদ। হে হংস, সত্যলোকে  
কর উপবেশন, প্রেমই তো রহিয়াছে আধার।

১৫

দেখি মায়াকো রূপ

তিরির আগে ফিবে।

তেরী ভক্তি গঙ্গ বড়ী দূর

জীর কৈসে তরৈ ॥

কবীর পারৈ বিচার

বহর নহি আরঙ্গি।

লোক লাজ কুল মেট

পরম পদ পারঙ্গি ॥

মায়া'র রূপ দেখিয়া চঞ্চল তিমির  
ফিরিতেছে সম্মুখে, তোর ভক্তি গিয়াছে  
বহু দূরে ; জীব তবে তরিবে কেমন করিয়া ?

কবীর বলেন, “যে বিচারকে পাইয়াছে সে  
আর আসিবে না ফিরিয়া ; লোক লজ্জা কুল  
সমস্ত মিটাইয়া সে পরম পদকে হইবে প্রাপ্ত।”

# কবীর তত্ত্ব

১

মসি বিনু দ্বাইত কলম বিনু কাগজ

বিনু অক্ষর সুধি হোঈ ।

সুধি বিনু সহজ জ্ঞান বিনু জ্ঞাতা

কহিঁ কবীর জন সোঈ ॥

মসি বিনা দেয়াত, কলম বিনা কাগজ,  
বিনা অক্ষরে যায় বুঝা । কবীর কহেন, “সেই  
জন বিনা বুঝাতেও সহজ, বিনা জ্ঞানেও  
জ্ঞাতা ।”

২

হংসাপ্যাবে,

সরবত তজি কঁহ জায় ।

জেহি সরবর বীচ মোতিয়া চুগত হো

বহুবিধি কেলি করায় ॥

## কবীর

সুখে তাল পুৰইন জল ছাড়ি

কমল গয়ে কুঙ্কিলায় ।

কহহি' কবীর জো অবকী বিছুবৈ

বহুরি নিলৌ কব আয় ॥

হে প্রিয় হংস,

সরোবর ত্যাগ করিয়া চলিলে কোথায় ?

নে সরোবরের মধ্যে মুক্তা চুষিয়া থাইলে,  
বহুবিধ কেলি করিলে ( সেই সরোবর ত্যাগ  
করিয়া যাও কোথায় ) ?

সুগাইল সরোবর, কুমুদ করিল জলকে  
পরিত্যাগ, কবীর কহেন, “যে এবার হইল  
বিচ্ছিন্ন, সে আবার মিলিত হইবে কতদিনে ?”

৩

গগন মন্দির বিচ ফুল এক ফুলা ।

তর ভৌ ডার উপর রাখে মুলা ॥

ফুল ভল ফুলল মলিনি ভল গাঁথল ।

ফুলরা বিনসিগৌ ভঁরর নিরাসল ॥

কহিঁ কবীর সুনো সংতো ভাঙ্গি ।

পংডিত জন ফুল রহল লোভাঙ্গি ॥

গগন মন্দিরের মধ্যে ফুল এক ফুটল ।

নীচে হইল তাহার ডাল, উপরে তাহার মূল ।

ভাল ফুল ফুটল, ভাল মালা মালিনী  
গাঁথিল । ফুল যখন শুকাইল ভ্রমর হইল  
তখন নিরাশ ।

কবীর কহেন, “শোন সাধু ভাই, পণ্ডিত  
জন সেই ফুলে রহিল মজিয়া ।”

জোগিয়াকে নগর বসো মত কোঙ্গি ।

জো রে বসৈ সো জোগিয়া হোই ॥

যে জোগিয়ায় উলটা জানা ।

কারা চোলা ন রাখে ম্যানা ॥

প্রগট সো কস্থা গুপ্তা ধারী ।

তামে মূল সজীরন ভারী ॥

## কবীর

বো গোগিয়ার কী জুস্তি জো বুঝ ।  
রাম রমৈ তেহি ত্রিভুবন হুঝৈ ॥  
অমৃত বেলী ছিন ছিন পীরৈ ।  
কঁহৈ কবীর জোগী জুগ জুগ জীরৈ ॥

এই যোগীর নগরে কেহই করিও না বাস,  
যে বাস করিবে সেও হইবে যোগী ! উলটা  
জ্ঞান এই যোগীর, অজ্ঞান (বর্ণ) এবং দেহ  
ইহাকে দিতে পারে না বাধা । প্রকাশ্য ইহার  
কস্মা, অন্তরে ইনি গুপ্তকে করেন ধারণ ;  
তাহাতেই গভীর মূল, তাহাতেই গভীর  
জীবনাধার ।

সেই যোগীর রহস্য যিনি বোঝেন, তিনিই  
রামের লীলামন্দির ; ত্রিভুবন তাঁহার  
প্রত্যক্ষ ; অমৃতের পাত্র তিনি ক্ষণে ক্ষণে  
করেন পান । কবীর কহেন, “এমন যোগী  
(যিনি এই রহস্য জানেন) যুগ যুগ থাকেন  
জীবিত !”

জংত্রী জংত্র অনুপম বাঁজৈ ।  
 বাকে অষ্ট গগন মুখ গাঁজৈ ॥  
 তুহী বাঁজৈ তুহী গাঁজৈ  
 তুহী গিয়ে কর ডোঁলৈ ।  
 এক শব্দমেঁ রাগ ছতীমো  
 অনহদ বানী বোলৈ ॥  
 গগন মংদিলমেঁ ভয়া উজিয়াবা  
 উলটা ফের লগায়া ।  
 কহিঁ কবীর জন ভয়ে বিবেকী  
 জিন্ জংত্রীমেঁ মন লায়া ॥

ষষ্ঠীর হাতে যন্ত্র বাজিতেছে অনুপম ।  
 অষ্ট গগনে তাঁহার মুখ হইতেছে নিনাদিত ।  
 তুমিই বাজাইতেছ, তুমিই গাহিতেছ,  
 তুমিই হাতে লইয়া দিতেছ দোলা । সেই  
 এক শব্দেই ছত্রিশ রাগিণী, তুমিই বলিতেছ  
 অসীম বাণী ।

## কবীর

গগন মন্দির হইল দীপ্ত, উল্টা ফের  
গেল লাগান। কবীর কহেন, “যে জন  
সেই যত্নীতে লাগাইল মন, সেই জনই হইয়া  
গেল বিবেকী।”

৬

চাতক কহাঁ পুকারে দূরী ।  
সো জল জগত রহা ভরপুরী ॥  
জেহি জল নাদ বিদকে ভেদা ।  
সট কৰ্ম্ম সহিত উপাত্তো বেদা ॥  
জেহি জল জীব সীরকো বাসা ।  
সো জল ধরণী অমর পরকাসা ॥  
জেহি জল উপজল সকল শরীরা ।  
সো জল ভেদ ন জানু কবীরা ॥

চাতক কোথায় মরিতেছে দূরে চীৎকার  
করিয়া! সেই জলেই ত জগৎ রহিয়াছে  
ভরপুর।

যেই জলে নাদ ও বিন্দুর রহস্ত, যেই  
জলে ষট্‌কৰ্ম্ম সহিত বেদ উপন্ন, যেই জলে

জীব ও শিবের বাস, সেই জলই ধরণী ও  
অমরকে করিয়াছে প্রকাশিত ।

যেই জল হইতে সকল শরীর উৎপন্ন,  
হে কবীর, এখনও বুঝিলে না সেই জলের  
রহস্য !

৭

কর্ম্ম ন বাকে ধর্ম্ম ন বাকে

জোগ ন বাকে জুক্তি ।

সীংগী পাত্র কিছু নহিঁ বাকে

কাহে কো মাগৈ মুক্তি ॥

মৈঁ তোহি জানা তৈঁ মোহি জানা

মৈঁ তোহি মাহ সমানা ।

উৎপতি পরলৈ একছঁ নহি হোতে

তব করছ কোন ব্রহ্মকো ধ্যানা ॥

তাহার না আছে কর্ম্ম, না আছে ধর্ম্ম ;  
না আছে তাহার যোগ, না আছে তাহার  
বুক্তি । সিংগা পাত্র কিছুই তাহার নাই ; তবে  
কেন চায় মুক্তি ?



কবীর

আমি জানিয়াছি তোমাকে, তুমি জানিয়াছ  
আমাকে, আমি তোমার মধোই হইয়াছি  
সমাহিত । উৎপত্তি প্রণয় কিছুই যদি নাহি,  
তবে কোন ব্রহ্মের কর ধ্যান ?

কহহু হো অমর কাসে লাগা ।  
চেতনহারা চেত সুভাগা ॥  
জো থোজো সো উহরা নাহী ।  
সো তো আহি অমর পদ মাই ।  
কহহি কবীর পদ বুঝে সোদী ।  
চাহ রাহ জাকে একৈ হোদী ॥

কহ হে অমর, কাহাতে রহিলে লাগিয়া ?  
হে চৈতন্তশীল, হে সুভাগা, সচেতন হও ।  
যাহাকে খুঁজিতেছ তিনি ত আছেন  
অমর পদের মধ্যে । কবীর কহেন, “সেই  
ত বুঝে এই পদ, আকাজ্জা ও পথ যাহার  
এক ।”

কবীরা সকলী বোলে বানী  
 সব ঘটমোঁ ঘর ছান্না ।  
 অনন্ত লুট হোত ঘট ভীতর  
 ঘটকা মর্য্য ন পায়্যা ॥  
 চোপর খেল হোত ঘট ভীতর  
 জন্মকা পাসা ডারা ।  
 দম দমকী কোঈ খবর ন জানৈ  
 করি ন সতৈ নিরুয়ারা ॥  
 সকল অবতার জাকে মহিমংগুল  
 অনন্ত খড়া কর জোরে ।  
 অদ্ভুত অগম উগাহ রচো হৈ  
 ঈ সব শোভা তেরে ॥

কবীর অথও কহিতেছেন বাণী ।  
 সকল ঘটে ব্যাপ্ত করিয়াছেন তিনি ( তাঁহার )  
 ঘর । ঘটের ভিতর অনন্তের হইতেছে লুট,  
 ঘটের মরম না পাইলাম ।

## কবীর

ঘটের ভিতর হইতেছে অক্ষ খেলা, জন্ম  
পাশার ফেলিয়াছি দান। প্রতি নিঃশ্বাসে  
নিঃশ্বাসে যে কি খবর কেহই তাহা জানে না,  
না কেহ করিতে পারিতেছে তাহা নিরূপণ।  
সকল মহিমণ্ডল যাহার অবতার, সেই অনন্ত  
দণ্ডায়মান (ঘটের সম্মুখে) করজোড়ে।  
অদ্ভুত, অগম্য, অনবগাহ রচিয়াছ এই লীলা,  
এই সব তোমারই শোভা।

১০

এক নিরন্তর অন্তর নাই।  
হৌ সবহিনমেঁ না নৈঁ নাইঁ ॥  
মোহি বিলগ বিলগ বিলগাইল হো।  
এক সমানা কোই সমুঝত নাই  
জাতে জরা মরণ ভ্রম জাঙ্গি হো।  
বৈন দিবস যে তহঁরা নাইঁ  
নারি পুরুষ সমতাজি হো ॥  
পঠয়ে ন জারোঁ আনে নহি আরো  
সহজ রহৌ ছনিয়াই হো।

সুমনর মুনি জাকে খোজ পড়ে হৈ

কছু কছু কবীরন পাঈ হো ॥

এক ( আমি ) নিরন্তর, অন্তর আমার  
নাই । সকলের মধ্যেই আমি আছি, নহিলে  
আমি নাই । স্বতন্ত্র করিতে করিতে আনাকে  
একেবারে করিয়া দিয়াছে স্বতন্ত্র ।

এক আমি সর্বত্র সমাহিত, কেহই ইহা  
বোঝে না ; বুঝিলে জরা মরণ ভ্রম ঘাইত  
চলিয়া । রাত্রি দিবস সেখানে নাই, নারী  
পুরুষ সেখানে সমান । পাঠাইলেও না  
কোথাও ঘাই, ডাকিলেও না কোথাও আসি,  
হুনিয়াতে সহজ থাকা থাকি । সুমনর মুনি  
ধাহার গোঁজে আছে পড়িয়া, তাঁহাকেই কিছু  
কিছু পাইতেছে কবীর ।

আদি অন্ত নহি হোতে বিরহলী ।

নহি জড় পল্লব ডার বিরহলী ॥

## কবীর

নিশি বাসর নহি হোতে বিরহলী ।  
পবন ন পানী ন মূল বিরহলী ॥  
মাস অসাতৈ শীতল বিরহলী ।  
বোষ্টন চিতৌ বীজ বিরহলী ॥  
নিত গোঠেড় নিত সোঁচৈ বিরহলী ।  
নিত নব পল্লব ডার বিরহলী ॥  
ফুল এক ভাল ফুল বিরহলী ।  
ফুলী রহল সংসার বিরহলী ॥  
সো ফুল লোঠেঁ সংত জনা বিরহলী ।  
সো ফল বংদে ভক্তজনা বিরহলী ॥  
কহৈ কবীর সচ পায়া বিরহলী ।  
জো ফল চাখছ মোর বিরহলী ॥

আদি অংত নাহি বিরহিনি ; না আছে মূল  
পল্লব শাখা, বিরহিনি ; নিশি বাসর নাহি হয়,  
বিরহিনি ; না আছে পবন জল মূল, বিরহিনি ।

মাস আষাঢ় শীতল, বিরহিনি ; বপন  
করিয়াছে “চিত” বীজ, বিরহিনি ; নিত্য বপন

কবীর তত্ত্ব

করে নিত্যা সেচন করে, বিরহিণি ; নিত্যা নব  
পল্লব শাখা, বিরহিণি ।

জগ এক ফুল ফুটিল, বিরহিণি ; কুটিয়া  
পুষ্পিত রহিল সংসার, বিরহিণি ; সেই ফুল  
স্বীকার করিল সাধক জন, বিরহিণি ; সেই ফল  
বন্দিল ভক্তজন, বিরহিণি ।

কবীর কহেন, “সত্য-পাইবে বিরহিণি, যদি  
আশ্বাদ কর আমার ফল বিরহিণি ।”

১২

বহুবিধি চিত্র বনায়কে

হরি রচিন ক্রীড়া রাস ।

ঝুলত ঝুলত বহু কল্প বীতে

মনহি নহিঁ ছাড়ে আস ॥

কবছঁক উঁচে কবছঁকে নীচে

সুক্খ দুক্খ লে জায় ।

কহেঁ কবীর সরসী বিনতী

শরণ হরি তুব আয় ।

## কবীর

ঝুলত গণ গন্ধর্ব মুনিবর

ঝুলত সুরজ চন্দ ।

আপ নিগুণ সগুণ হোকে

ঝুলিয়া আপ গোবিন্দ ।

শশী সুর রৈনী শারদী

তহাঁ তব্ব পরলৈ নাহি ।

সাধু সংগতি খোজি দেগছ

তহঁ সংত বিরলে জাহি ।

বহুবিধ চিত্র বানাইয়া হরি রাসকীড়া  
করিয়াছেন রচনা । ঝুলিতে ঝুলিতে বহু কল্প  
হইল অতীত । তথাপি মনের আশা মিটল  
না ।

কখনও উচ্চে কখনও নীচে, সুখেতে  
দুঃখেতে লইয়া যাইতেছে এই খেলা । কবীর  
কহেন, “আমার সরস বিনতি, হে হরি আমি  
আসিয়া তোমার শরণ লইলাম ।”

ঝুলিতেছে গণ, গন্ধর্ব, মুনিবর ; ঝুলিতেছে

সূর্য্য চন্দ্র, আপনি নিস্তুর্গ সন্তুর্গ হইয়া বুলিতে-  
ছেন আপনি গোবিন্দ ।

শনি, সূর্য্য, শারদ, রজনী, সেখানে তদের  
প্রলয় নাই । সাধু সংগতি খুঁজিরা দেখ,  
সেখানে কচিৎই কোন সাধক যায় ।

১৩

বুলিহ জীর জহান জই লগ  
কতছ' ন দেখো খিত ঠৌর ॥

যতদূর পর্য্যন্ত বুলিতেছে জীব এবং জগৎ,  
ততদূর পর্য্যন্ত কোথায়ও দেখিতেছি না স্থিতি  
ও ঠাই ।

১৪

শব্দ হনারা আদিকা  
শব্দে পৈঠা জীর ।  
ফুল রহনকী টোকরী  
বোরে খান্না বীর ॥



## কবীর

শব্দ \* আমার আদিম, শব্দেতেই জীব  
প্রতিষ্ঠিত ; শব্দই কুল থাকিবার সাজী, সাধক  
মহন করিয়া খাইয়াছেন বৃত ।

১৫

শব্দ বিনা প্রতি আধারী

কহো কহাঁকো জায় ।

দ্বার ন পারৈ শব্দকা

ফির ফির ভট্কা খায় ॥

শব্দ বিনা প্রতি অককার, শব্দ বিনা গম্য  
হয় না স্থির । শব্দের দ্বার যদি না মিলে, তো  
ফিরিয়া ফিরিয়া মরিতে হয় ঘুরিয়া ।

১৬

শব্দে মারা গির পরা

শব্দে ছোড়া রাজ ।

---

\* বিশ্বচরাচর ব্যাপী যে এক টি অক্ষুট সঙ্গীত  
ক্ষণিত হইতেছে, সাধকরা তাহাকেই “শব্দ” বলেন ।  
সঙ্গীত মাত্রকেই “শব্দ” বলে ।

জিন জিন শব্দ বিবেক কিয়া

তিনকা সরি গেই কাজ ॥

শব্দ শব্দ বহু অন্তরে

সার শব্দ মথি লীজে ।

কহিঁ কবীর জহাঁ সার শব্দ নহিঁ

প্রক জীবন সো জীজে ।

শব্দের আঘাতেই হইয়াছে পতিত ;  
শব্দের আঘাতেই ছাড়িয়াছে রাজ্য ; যিনি যিনি  
শব্দের তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহার তাঁহার কাজই  
হইবে অগ্রসর ।

শব্দশব্দ বহু অন্তরে, সার শব্দ লও মন্থন  
করিয়া । কবীর কহেন, “যেই জীবনে নাই  
সার শব্দ, দিক সেই জীবন ধারণে ।”

# কবীর প্রেম

১

সাহিব হৈ রংগবেজ

চুনর মেরী রংগ ডারী ।

আহী রংগ ছুড়ায়কেরে

দিয়ো মজীঠা রংগ ।

ধোয়েসে ছুটে নহীঁ রে

দিন দিন হোত সুরংগ ॥

ভারকে কুণ্ড নেহকে জলমের

প্রেম রংগ দই বোর ।

দুখ দই মৈল ছুটায় দেবে

খুব রংগী ঝাকঝোর ॥

সাহিবনে চুনরী রংগীরে

পীতম চতুর সজান ।

সব কুছ উনপর বার দুঁ রে

তন মন ধন ঔর পাণ

## কবীর প্রেম

কইঁ কবীর রংগরেজ পিয়া রে

মুঝপর হএ দয়াল ।

নীতল চুনরী ওড়িকে রে

ভঙ্গ হৌঁ মগন নিহাল ॥

আমার স্বামী বসন রঞ্জন করেন, আমার উত্তরীয় বস্ত্রে তিনি কি রঙ্গই ঢালিয়া দিয়াছেন । তাহার ময়লা রঙ্গ দূর করিয়া একেবারে হরিদ্রা রঙ্গ ( মঞ্জিষ্ঠার ) করিয়া দিয়াছেন । ধুইলে সে রঙ্গ উঠে না । দিন দিনই সেই রঙ্গ উজ্জ্বল হইতেছে ।

ভাবের কুণ্ডে প্রীতির জলে তিনি প্রেম রঙ্গ গুলিয়া দিয়াছেন । জুখ দিয়া ময়লা দূর করিয়া উত্তরীয় খানিকে খুব চমৎকার রঙ্গাইয়া দিয়াছেন ।

আমার স্বামী আমার উত্তরীয় রঙ্গাইয়া দিয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানী ও পরম সন্তদয় । আমার তনু মন ধন প্রাণ সব সেই চরণে ডালি দিব ।

## কবীর

কবীর কহেন, “আমার রঞ্জক স্বামী  
আমার প্রিয়তম, আমার প্রতি তিনি  
হইলেন দয়ালু। শীতল উত্তরীয় পরিধান  
করিয়াই আমি তাহার প্রেমে ও পরমানন্দে  
মগ্ন হইয়া গিয়াছি।”

২

কব পিয়া মিলিহৌ সনেহী জায় ॥  
লোভ মোহকো জার বনো হৈ  
তামেঁ রহৌ উরঝায় ।  
জাকী সাঁচী লগন লগী হৈ  
সো রা ঘরকো জায় ॥  
সুরত সমানী চিতমেঁ মেরী,  
পূঁরৌ নিরত নৌ লায় ।  
পিয়া বিনা য়োঁ প্যারী তলফৈ  
তলফ তলফ জিয় জায় ॥  
চলো সখী রা দেসৈ চলিয়ে  
জহাঁ পুরুষকো ঠায় ।

## কবীর প্রেম

সবহি পিয়াস পূরণ হোত হৈ  
তনকী তপন বুঝায় ॥  
কহেই কবীর সুনো ভাঙ্গি সাধো  
রাগ সুনো চিত্ত লায় ।  
প্রেম পান পাঁজী ছো পাইরে  
সো রা লোকৈ ছায় ॥

সেই প্রেমিক প্রিয়তম কবে আমাকে দেখা  
দিবেন ? লোভ মোহের কাছে যে আপনাকে  
নিবেদন করিলাম, তাহাতেই যে রহিলাম  
অবদ্ধ হইয়া । সত্য প্রেম যাহার প্রাণে  
লাগিয়াছে সেই কেবল সেই ( প্রিয়তমের )  
গৃহে যায় ।

আমার চিত্তে প্রেম সমাহিত হইয়াছে ।  
( গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে ), প্রেমকে  
বৈরাগ্য পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া ( আমার প্রেমকে )  
আমি পরিপূর্ণ করিব । প্রেমিকের বিরহে  
প্রেমিকার ( যেমন ) চিত্ত ছটপট্ করিতে

কবীর

থাকে, ছটপট্ করিতে করিতে একেবারে  
তাহার প্রাণ যায় ।

ওগো সখি, সেই দেশে চল যেখানে  
প্রিয়তমের ধাম, সকল তৃষ্ণাট্ট সেখানে তৃপ্ত  
হয়, সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায় । কবীর  
কহেন, “হে ভাই সাধু, চিত্তকে ( সর্ব আশ্রয়  
হইতে ) লইয়া আসিয়া সেই রাগিণী  
শ্রবণ কর । প্রেমরস পানরূপ পদ্মা ( স্বামীর  
ধামে গমনের ) বে পাইয়াছে, সেই স্বামীর  
ধামে উপনীত হইয়াছে ।”

৩

প্রীতি লগী তুব প্রেমকী

পল বিসরৈ নাই ।

নজর করো অব মাসুকী

মোহিঁ মিলো হো সাজি ॥

বিরহ সতাই মোহিকো

জির তড়পৈ মেরা ।

‘তুম দেখনকী চার হৈ

প্রভু মিলো মনেবা ॥

নৈন তরমৈ দরসকো

পল পলক ন লাগৈ ।

দর্দবন্দ দৌদাবকা

নিস বাসর জাগৈ ॥

জো অবকে পীতম মিলৈ

করু নিমিষ ন ত্বারা ।

অব কবীর পিয়া পাইয়া

মিলা প্রাণ পিয়ারা ॥

তোমার প্রেমে আমার প্রেম লাগিয়াছে,  
আব তো এক পল ভুলিয়া থাকিতে  
পারি না। তোমাতে বাহার মন মজিয়াছে  
তাহার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ, হে  
স্বামী, আমার সহিত একবার মিলিত হও ।

বিবহ বড় ব্যথা দিতেছে আমাকে, হে  
প্রিয়তম, আমার প্রাণ ছুটপট করি-  
তেছে। তোমাকে দেখিতে চাহে ( প্রাণ



কবীর

আমার ), হে প্রভু, দ্বারায় তুমি আসিয়া  
মিলিত হও । তোমার দরশনের জন্ত তৃষিত  
আমার নয়ন, পলের জন্ত সে নয়নে পলক  
পড়ে না । দরদের দরদৌ পরম সুন্দর  
প্রিয়তমের জন্ত নিশিদিন ( নয়ন আমার )  
জাগে ।

এবার যদি দেখা পাই আমার প্রিয়তমের,  
তবে কি আর নিমেষের জন্ত তাঁহাকে অন্তর  
করি ? কবীর এখন তাহার প্রিয়তমকে  
পাইয়াছে, তাহার প্রাণের প্রিয়তম মিলিয়াছে ।

৪

আজ সুহাগকী রাত পিয়ারী ।

ক্যা সোঠের মিলনেকী বারী ॥

আয়ে প্রানন বজারত বাজন ।

বনরী টাঁপ রহী মুখ লাজন ।

গোল ঘূংঘট মুখ দেথৈগা সাজন ॥

নৈন সোঠেই অঁসুআ ছাপ য়গনকী মালা ।

কা মাংগনকো আয়ে অংগনা উজালা ॥

কহত কবীর চিত্ত দরশন লীড়ৈ ।

অব মন মানৈ সোঙ্গি সোই কীড়ৈ ॥

ওগো প্রেমময়ি, আজ তো সৌভাগ্যের  
রাত্রি আসিয়াছে, মিলনের লগ্নে কেন গিয়া  
রহিলে শয়ন করিয়া ?

আজ প্রাণে প্রাণে তিনি রাগিণী  
বাজাইয়া আসিতেছেন । বধু, লজ্জায় এখন  
মুখ ঢাকিয়া রহিল ? ওগো, অবগুণ্ঠন  
( এখন ) উন্মোচন কর, প্রিয়তম তোমার  
মুখখানি দেখিতে চান ।

নয়নে তাহার প্রেমের অশ্রু, হস্তে তাঁহার  
দুর্গ যুগান্তের মালা ; কি ভিক্ষা করিতে তিনি  
( আমার ঘরে ) আসিয়াছেন ? আমার অঙ্গন  
যে আজ উদ্ভাসিত ।

কবীর কহেন, “আজ চিত্ত-দরশন গ্রহণ  
কর । যেমন যেমন করিলে তোমার মন  
প্রবোধ মানৈ, তেমন তেমন করিয়াই তাঁহাকে  
গ্রহণ কর ।”

## কবীর

৫

বহুত দিননমে প্রীতম আয়ে ।  
ভাগ ভলে ঘর বৈঠ পায়ে ॥  
মংগলচার মহা মন রাখো ।  
প্রেম রসায়ণ চিতসে চাপো ॥  
মন্দির মহা ভয়ে উজ্জিয়ারা ।  
লৈ বৈঠা অপনো পিয় প্যারা ॥  
মৈ ব্যাকুল যো নোনিধি পাদি ।  
কৈসে করু পিয় তুমরী বড়াঙ্গি ॥  
কহৈ কবীর হম কিছু নহি কীনহা ।  
সহজ সোহাগ পিয়া মোহি দীনহা ॥

বহুদিন পরে প্রিয়তম আমার আসিয়া-  
ছেন । ভাগ্য ভাল, আমার ঘরে বসিয়া  
তাহাকে পাইলাম ।

মনের মধ্যে মহা মঙ্গলচরণ রাখ, চিত্তের  
দ্বারা প্রেম রসামৃতের আশ্বাদ গ্রহণ কর ।

মন্দির আমার কি চমৎকার উজ্জলই

হইয়াছে ! আমি আপন প্রিয়তম স্বামীকে  
লইয়া বসিয়াছি !

হে আমার জীবনের অভিনব নিধি,  
তোমাকে পাইয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল  
হইয়াছি । কেমন করিয়া আজি তোমার  
সন্মান করিব, হে প্রিয়তম ?

কবীর কহেন “আমি তো কিছু করিতে  
পারি নাই, তথাপি প্রিয়তম আমাকে তাঁহার  
সহজ সোহাগ দান করিয়াছেন ।”

৬

হুঁ বারী মুখ ফের পিয়ারে ।

কররট দে মোহি কাহে কো নারে ॥

দাবা ভলা ন কররট তোরী ।

লাগ গলে সুন বিনতী মোরী ॥

হম তুম বীচ ভয়া নহি কোঙ্গি ।

তুমহি সো কংত নারি হম হোঙ্গি ॥

আমি তরুণী ( তোমার মিলনাকাজ্জিনী )

আমার দিকে ফিরিয়া চাও, হে প্রিয়তম ।

কবীর

( আমা হইতে ) মুখ ফিরাইয়া কেন আমাকে  
মারিতেছ ? অগ্নি দিয়া দগ্ধ করাও ভাল  
কিন্তু অসহ তোমার বিমুখতা । আলিঙ্গন কর  
আমাকে, শোন আমার মিনতি ।

তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান ত কেহই  
হয় নাই, তোমার মত কাঙ্ক্ষেরই তো পত্নী  
আমি হইতে পারি ।

কবীর কহেন, “ওগো আমার প্রিয়তম,  
তবে এখন কেন ( আমার প্রতি ) তোমার  
প্রীতি না হইবে ?”

৭

হৃৎল রহলুঁ নৈঁ নীদ ভরি হো

পিয়া দিহলৈঁ জগায় ॥

চরণ কঁরলকে অংজন হো

নৈনা লেলুঁ লগায় ।

জাঁসো নিদিয়া ন আরৈ হো

নহি তন অলসায় ॥

- পিয়াকে বচন প্রেম সাগর হো  
চল্ চলী হো নহায় ।  
জনম জনমকে পাপরা  
ছিনমোঁ ডারব ধোয়ায় ॥  
যহি তনটক জগ দীপ কিয়ো  
প্রীত বতিয়া লগায় ।  
পাঁচ তন্তটক তেল চুআয়ে  
ব্রহ্ম অগিন জগায় ॥  
প্রেম পিয়াল পিয়াইকে হো  
পিয়া দিয়ো বোয়ায় ।  
বিরহ অগিন তন তলফে হো  
জিয় কছু ন সোহায় ॥  
উঁচ অটরিয়া চড়ি বৈঠলুঁ হো  
জই কাল ন জায় ।  
কইহেঁ কবীর বিচারকে হো  
ভম দেখ ডরায় ॥  
ওগো, যখন নিদ্রাভরে আমি শুইয়াছিলাম,  
তখন প্রিয়তম আমাকে জাগাইয়া দিলেন ।

কবীর

ওগো, আমি তাঁর চরণ কমলের অঞ্জন নয়নে  
লইলাম লাগাইয়া। এখন না আসে আমার  
নিদ্রা, না আসে আমার অঙ্গে আলস্য !  
প্রিয়তমের বচন প্রেমের সাগর, ওগো, চল  
তাহাতে যাই স্নান করিয়া, জনম জনমের  
যত মলিনতা সব এক মুহূর্ত্তে করিয়া ফেলি  
ধোত।

বিশ্ব আমার এই তনুকে দীপ করিয়াছে।  
প্রীতির বন্তি তাহাকে তাহাতে লাগাইয়া,  
পঞ্চতত্ত্বের তৈল ঢুয়াইয়া ব্রহ্ম অগ্নি জ্বালাইয়া  
তুলিয়াছে। প্রেম পেয়ালা পান করাইয়া  
প্রিয়তম আমাকে তো দিয়াছেন পাগল করিয়া,  
এখন বিরহ অগ্নিতে তনু করে ছটফট, ওগো,  
আর তো প্রাণে কিছুই লাগে না ভাল।

উচ্চ মৌদে উঠিয়া বসিয়াছি, যেখানে মৃত্যুর  
নাই অধিকার। কবীর বিচার করিয়া  
কহিতেছেন, “মৃত্যু এখন দেগিয়া পাইতেছে  
ভয়।”

রাগকী চোট লগী হৈ তনমেঁ

ঘর নহী চৈন চৈন নহিঁ বনমেঁ ॥

চুরত ফিরেঁ। পীর নহিঁ পাওঁ ।

ঔষধ মূর থায় গুজরাওঁ ॥

তুমসে বৈদ ন হমসে রোগী ।

বিন দীদার কোঁ জিয়ে বিষোগী ॥

একে রংগ রংগী সব নারী ।

ন জানো কোঁ পিয়কী প্যারী ॥

কহৈঁ কবীর কোঁদ্রি গুরমুখ পারে ।

বিন নৈনন দীদার দিখারৈ ॥

রাগিনীর আঘাত লাগিয়াছে আমার তনুতে,  
এখন ঘরেও নাই আমার স্বস্তি, বনেও নাই  
আমার স্বস্তি ।

ফিরিতেছি অন্বেষণ করিয়া, কই প্রিয়তমকে  
তো পাইলাম না ।

এখন দিন কাটাইতেছি কত ঔষধ মূল  
খাইয়া ( বেদনা দূর হইল কৈ ? ) ।



## কবীর

তোমা হইতে বড় বৈজ্ঞ আর কোথায়,  
আমা হইতে অসাধ্য রোগীই বা কোথায় ?  
হে পরম সুন্দর, তোমাকে ছাড়া বিরহিনী  
বাঁচে কেমন করিয়া ?

তিনি এক রঙ্গে সকল নারীকে রঙ্গী  
করিয়া প্রেমে ব্যাকুল করিয়াছেন। কে যে  
তাঁহার অধিক প্রিয় তাহাতো বুঝিলাম না।

কবীর কহেন, “পাইতাম যদি গুরুর মত  
গুরু, যে বিনা নয়নে দেখাইতে পারে সেই  
পরমসুন্দরকে।”

৯

চলৌ মৈঁ খোঁজমেঁ পিয়কী।

মিটী নহিঁ সোচ রহ জিয়কী  
রহৈ নিত পাসহী মেরে।

ন পাউঁ য়ারকো হেরে ॥

বিকল চহঁ ওরকো ধাউঁ।

তবছ নহি কস্তকো পাউঁ ॥

## কবীর প্রেম

ধরুঁ কেহিঁ ভাঁতসে ধীরা ।

গয়ো গির হাতসে হীরা ॥

কটী জব নৈনকী ঝাঁর্জিঁ ।

লখো তব গগনমেঁ সার্জিঁ ॥

কবীরা শব্দ কহিঁ ভাসা ।

নৈনমেঁ য়ারকো বাসা ॥

এই জীবনের তাপ তো মিটল না । আমি  
চলিলাম আমার প্রিয়তমের অন্ত্রেষণে ।  
রহিয়াছে সে যে নিত্য আমার পাশে পাশে,  
তবু হয় সেই বন্ধুর মিলিল না দেখা !

ওগো বিকল হইয়া আমি চারি দিকে ধাই,  
তবুতো হয় পাইলাম না কান্তের দেখা ।

কেমন করিয়া আমি ধৈর্য ধরি ? আমার  
হাত হইতে যে হীরা গেল পড়িয়া খসিয়া !

নয়নের পরদা যখন হইবে দূর, তখন  
দেখিব যে আকাশে পরিপূর্ণ করিয়া দীপ্যমান  
আমার স্বামী ।

কবীর      বাক্যদ্বারা      প্রকাশ      করিয়া

কবীর

বলিতেছেন, “সেই পরন বন্ধু আমার নয়নেই  
কবেন বাস ।”

১০

দরশ তুষ্কারে ছলভ

মৈ তো ভঙ্গি হুঁ দিবানী ॥

ঠার ঠার পূজা করৌ

মিল সখি সন্ধানী ।

পিয়কৈ মরম ন জানহৌ

সব ভয় তুলানী ॥

বৈস গঙ্গ পিয় না মিলে

জর জাত জরানী ।

আয় বুঢ়াপা ঘের লিয়ৌ

অব কা পছিতানী ॥

পাননসী পিয়রী ভঙ্গি

দিন দিন পিয়রাণী ।

আগ লগে উহি জোবনা

সোঁরৈ সেজ বিরানী ॥

অজহুঁ তেরো না ভয়ো

সুনহুঁ সত গান।

কহেঁ কবীর ধর্মদাসসে

গছ পদ নির্বানা ॥

দরশন তোমার হুঁভ, হে প্রিয়তম, আমি  
তো পাগলিনী হইয়া গেলাম !

সখিদের সঙ্গিনীদের লইয়া কত ঠাই ঠাই  
পূজা করিয়া মরিলাম । প্রিয়তমেরই জানিলাম  
না মরম, ভুলিয়া রহিলাম সকল ভ্রমে ।

বহিয়া গেল বয়স, প্রিয়তম না মিলিল,  
যৌবন গেল অলিয়া । জয়া এখন আসিয়া  
দিলিল, বৃথা আর কেন এখন অশুভাপ করা ?  
( পক ) পর্ণের গায় আমার বর্ণ হইয়া গেল  
পীত, দিন দিন দেহের বর্ণ হইয়া গেল বিবর্ণ ।

আগুন লাগুক সেই যৌবনে, যাহা পর-  
শ্যায় করে শয়ন, ( প্রিয়তমকে ভিন্ন অণ্ডকে  
করে গ্রহণ ) ।

## কবীর

ওরে আজও প্রিয়তম তোর হইল না ;  
ওই শোন ( তাঁর ) সত্য রাগিনী ।

কবীর কহেন ধর্ম্মদাসকে, “তুমি নির্দোষ-  
পদকে কর লাভ ।”

১১

দরমাংদা ঠাটো তুম দরবার ॥  
তুম বিন সুরত করৈ কো মেরী  
দরসন দীজৈ খোল কিরাড় ।

তুম সম প্যার উদার ন কোউ  
সর্বন সুনয়ত সজস তুঙ্গার ॥  
মাংগৌ কোন রংক সব দেঁখৌ  
তুমহিতৈ মেরৌ নিস্তার ।

কহত কবীর তুম সমরথ দাতা ।  
পূরণ পদকৌ দেত ন বার ॥

ভিখারী তোমার দরবারে দণ্ডায়মান ।  
তুমি বিনা কে আর আমাকে করিবে তৃপ্ত,  
দরশন দাও, খোল তোমার দ্বার ।

তোমার মত প্রেমিক তোমার মত উদার

## কবীর প্রেম

আর নাহি কেহ, সর্বত্র শুনিতেছি তোমারই  
সুধণ; মানিব আর কার কাছে, সবাই  
দেখিতেছি অতিশয় দীন, কেবল তোমা হইতেই  
আমার নিস্তার ।

কবীর কহেন, “তুমি সমর্থ দাতা, যদি পূর্ণ  
পদ দান করিতে চাও, তবে আর বাধা  
কোথায় ?”

১২

সুনহ অহো মেরী রাধ পরোসিন  
আজ সোহাগিন আনন্দ ভরী ॥  
প্রেমবান পীতমনে মারেব  
সোবততৈঁ ধন চৌক পরী ।  
বহত দিননতৈঁ গঙ্গৈ মৈঁ খেলন  
বিন প্রীতুম অব ভটক মরী ॥  
জব প্রীতমকী ধুন সুন পাদৈ  
ছোড়ি খেলন ভঙ্গৈ বিলগ খড়ী ।  
দীপক প্রেম লিয়ে কর অপনে  
নিরখ পুরুষ ভঙ্গৈ মোদ ভরী ॥

## কবীর

দেখ পিয়াকো রূপ মগন ভঙ্গি

নিরর্থ পীঠপর ধায় চটী ।

করত বিলাস পিয়া অপনে সংগ

দেহ প্রাণ পর প্রেম ভরী ॥

সুখ সাগরসে বিলসন লাগী

বিছুরে পিয়ধন মিলি জো গঙ্গি ।

কট্টে কবীর মিলি জব পিয় তে

জন্ম জন্মকী অমর ভঙ্গি ॥

ওগো আমার প্রতিবেশিনী, ওগো আমার  
ব্যথার ব্যথী, আজ তাঁহার সোহাগিনী  
( আমি ) আনন্দে পরিপূর্ণ । প্রিয়তম  
মারিয়াছেন প্রেমের বাণ, নিদ্রা হইতে  
ধনী ( আমি ) অমনি চমকিয়া উঠিয়া পড়িল ।

বহুদিনে আমি গেলাম খেলিতে । প্রিয়তম  
বিনা এখনও আমি মরিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।  
যেই গুলিলাম প্রিয়তমের সুর অমনি সমস্ত  
খেলা ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম স্বতন্ত্র হইয়া ।

## কবীর প্রেম

প্রেমদীপ হস্তে লইয়া স্বামীকে দেখিলাম—  
চিত্ত আমার ভরিয়া গেল আনন্দে ।

প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া একেবারে  
আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলাম, ( দর্শন করিবামাত্র )  
তাহার সিংহাসনের উপর চড়িয়া বসিলাম ।  
আপনার প্রিয়তমের সহিত প্রেমবিলাস  
করিতে করিতে দেহ প্রাণ প্রেমে লইলাম  
পরিপূর্ণ করিয়া ।

বহুদিনের পর পত্নী যে পাইয়াছে বিচ্ছিন্ন  
বল্লভকে, আজ সে সুখসাগরের মধ্যে  
( প্রেমরস ) বিলাসে মগ্ন । কবীর কহেন,  
“যে দিন হইতে প্রিয়তমের সহিত হইয়াছে  
মিলন, সে দিন হইতে জন্মজন্মের জন্ম করিয়াছি  
অমৃতত্ব লাভ ।”

১৩

অব তোহি জান ন দৌ পিউ প্যারে ।  
জৌ ভারৈ তৌ রহো হমারে ॥



## কবীর

বহুত দিননকে বিছুড়ে পায়ে ।

ভাগ ভলে ঘর বৈঠে আয়ে ॥

চরনন লাগ করোঁ সেবকাঙ্গি ।

প্রেম প্রীত রাখোঁ অরুকাঙ্গি ॥

আজ বসোঁ মম মন্দির চোখে ।

কহেঁ কবীর পড়েঁ নহিঁ ধোখে ॥

হে প্রিয়তম প্রেমিক, এখন আর ত

তোমাকে যাইতে দিব না । তোমার যেমন

খুসী তেমন করিয়া তুমি আমার হইয়া থাক ।

বহুদিনের বিচ্ছেদের পর পাইলাম

তোমাকে । কি সৌভাগ্য যে ঘরে বসিয়াই

তোমাকে পাইলাম । এখন তোমার চরণপ্রান্তে

লীন হইয়া, তোমার সেবক হইয়া, আমার

প্রেম প্রীতি ব্যাপ্ত করিয়া, তোমাকে বন্ধন

পরাইব ।

আজ বাস কর আমার পরমসুন্দর মন্দিরে ।

কবীর কহেন, “এখন আর আমি পড়িব না

কোন ধোখায় ।”

অবিলাসী ছলহা কব মিলিহৌ  
 আদি অস্ত কমাল ॥  
 জল উপজী জলহী সৌ নেহা,  
 রটত পিয়াস পিয়াস ।  
 মৈ ঠাটী বিরহিন মগ জোউ  
 প্রীতম তুমরী আস ॥  
 ছোড়ের গেহ নেহ লগী তুমসৌ,  
 ভঙ্গ চরন লর লীন ।  
 তালাবেলি ঘট ভীতর  
 জৈসে জল বিন মীন ॥  
 দিবস ন ভুখ রৈন নহি নিদ্রা,  
 যর অংগনা ন সুহায় ।  
 সেজরির বৈরিন ভঙ্গ হমকো,  
 জাগত রৈন বিহায় ॥  
 হম তো তুস্কারী দাসী সজনা  
 তুম হমরে ভরতার ।

কবীর

প্রেম দয়াল দয়া কর আরো

বেদন দেখনহার ॥

কৈ হম প্রাণ তজতু হৈ প্যারে

কৈ অপনৌ কর লের ।

দাস কবীর বিরহ বাঢ়ের

হমহ কো দরসন দেব ॥

যিনি অমৃত, যিনি হুর্লভ, যিনি আদিত্যে ও  
অন্ততে পরিপূর্ণ সার্থকতা, সেই পরম স্বামীর  
সহিত কবে হইব মিলিত ?

উৎপন্ন হইলাম জলের মধ্যে, জলের  
প্রতিই আমার প্রেম, অথচ পিপাসায় জল জল  
বলিয়াই করিতেছি চীৎকার ।

হে প্রিয়তম, আমি বিরহিণী, তোমার  
আশায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার পথ  
চাহিয়া আছি ।

তোমাতেই আমার মন মজিয়াছে, তাইতো  
আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি । তোমার  
চরণে আমার ধ্যানকে মগ্ন করিয়া দিয়াছি ।

আমার অন্তরের মধ্যে আমার প্রাণ জলহীন  
মীনের মত ছটফট করিতেছে।

দিবসে আমার নাই ক্ষুধা, রাত্রে আমার  
নাই নিদ্রা। গৃহ অঙ্গন কিছুই আমার  
লাগে না ভাল। শয্যা আমার হইয়াছে শত্রু,  
জাগিয়া জাগিয়া আমার পোহায় রাত্রি।

হে স্বজন, আমি তো তোমার দাসী,  
তুমিতো আমার স্বামী। হে প্রেমদয়াল,  
তুমি দয়া কর, হে ব্যথার ব্যথী, তুমি আমার  
নিকটে এস।

হয় আমাকে লও তোমার আপনার  
করিয়া, নম্রতো হে প্রিয়তম, আমি এ প্রাণ  
করিতেছি ত্যাগ। দাস কবীরের বিরহ  
হইয়াছে অতিশয় তীব্র, দরশন দাও গো  
আমাকে দরশন দাও।

১৫

ছাড়া জব ইক মস্তানা।

কহেঁ সব লোগ দীৱানা ॥

কবীর

জিসে লাগী সোঈ জানা ।

কহেসে দর্দ ক্যা মানা ॥

মৈ তেরা দাস হুঁ বংদা ।

তুঝীকে নেহমৈ ফংদা ॥

মমতকী খানমৈ ডূবা ।

কহো কস মিলে মহবুবা ॥

সাহব টুক মেহরসে হেরো ।

দাসকো খণ্ডসে ফেরো ॥

কবীরা তালিবা তেরা ।

কিয়া দিল বীচমৈ ডেরা ॥

প্রেমে যখন মত্ত হইলাম তখন সকল  
লোকে আমাকে বলিল পাগল । ( প্রেমের  
বেদনা ) যাহার বাজিয়াছে সেই সে জানে ;  
বাক্যে কি সেই বেদনার কোন শাস্তি আছে ?

আমি তোমার দাস, আমি তোমার  
সেবক । তোমার প্রেমেইতো আমি বন্ধন  
করিয়াছি গ্রহণ । এখনও যে মমত্বের গহ্বরে

## কবীর প্রেম

রহিলাম ডুবিয়া, বল সেই প্রেমময়কে পাইব  
কেমন করিয়া ?

হে স্বামী, প্রসন্ন নয়নে একটুখানি আমার  
দিকে চাও। এই দাসকে খণ্ডিত হইতে  
নিবৃত্ত কর। কবীর তোমার প্রেমে মজিয়াছে,  
অন্তরের মধ্যে সে লইয়াছে ডেরা ( আশ্রয় )।

---



